২

কোচবিহার রাজবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কোচবিহার রাজবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এক একটি রাজবংশ দীর্ঘ কয়েক শতক ধরে রাজত্ব করে। এইরূপ রাজবংশের পশ্চাতে থাকে কত লোককাহিনী, কিংবদন্তি, ইতিহাস ইতিকথা সব মিলিয়ে এক আকর্ষণীয় অতীত। এই ইতিহাসের সুতোয় অনেক রঞ্জিত কাহিনী গাঁথা হয়। গড়ে ওঠে অনেক অভ্যাস আচার-আচরণ-সংস্কার-সংস্কৃতি। কোচ রাজবংশের বিশেষ একটি অধ্যায়ের আলোচনার পূর্বে তাই কোচ-রাজবংশ পরম্পরার কথা জানা চাই। কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একাধিক ধারণা প্রচলিত। কারণ হিসাবে বলা যায় সেই সময় প্রকৃত অর্থে ইতিহাস বলে কিছু রচিত হত না। বিভিন্ন মানুষের মতামত, তদানিন্তন লোক সাহিত্য এবং বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতি থেকে একটা আনুমানিক ধারণায় উপনীত হওয়া যায় এবং কোচবিহারের ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "কোচবিহারের ইতিহাস" গ্রন্থখানিতে লিখেছেন যে, মহারাজা বিশ্বসিংহ এই কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্তমানে তাঁর বংশধরেরাই রাজত্ব করছেন। ডাক্তার বুকানন সাহেব কোচ রাজবংশের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, "কান্তেশ্বর বিলোপের পর এ রাজ্য অনেক দিবস পর্য্যন্ত অরাজক ছিল। পরে হাজো নামক এক ব্যক্তি বর্তমান কামরূপের অনতিদূরে এক রাজত্ব স্থাপন করেন। অদ্যাপি কামাখ্যায় মন্দিরের নিকট হাজোর মন্দির নামক একটি মন্দির দৃষ্ট হয়। হাজো কোচজাতির একজন প্রধান লোক ছিলেন। তিনি কোচ ও মেচ জাতির একতা সম্পাদন মানসে মেচজাতীয় হাড়িয়া কোন দলপতির সহিত স্বীয় কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দেন। হীরার গর্ভে বিশ্ব সিংহ এবং জীরার গর্ভে শিশুসিংহের জন্ম হয়। বিশ্বসিংহ স্বকীয় বাহুবলে সমুদয় কামরূপ জয় করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করেন আর শিশুসিংহকে রায়কত অর্থাৎ মন্ত্রিত্ব পদ প্রদান করিয়া বৈকুণ্ঠপুর (জলপাইগুড়ির) রাজত্ব প্রদান করেন।"[১]

১৮৮০ সালের গ্রামবার্তা প্রকাশিকাতে উল্লেখ আছে, " ভোটানের অন্তর্গত চিকনা নামে এক পর্ব্বত আছে ঐ পর্ব্বতে হাড়িয়ামেচ নামে এক ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁহার হীরা ও জীরা নামে দুই পত্নী ছিল। জীরার গর্ভে চন্দন ও মদন এবং রূপমুগ্ধ ধূর্জ্জটীর ঔরসে হীরার গর্ভে, বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, বিশ্বসিংহ যদিচ আদি রাজা নহেন, তথাপি তাঁহার নাম অনুসারে কোচবিহারের অধিপতিদিগকে বিশ্ববংশীয় ও তিনি শিব ঔরস সম্ভূত বলে তাঁহার বংশধরদিগকে শিব বংশ বলিয়া থাকে।"[২]

যোগিনীতন্ত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লেখা আছে যে, "চিক্না-পর্ব্বতবাসী কোন ব্যক্তির দুইটা কন্যা জন্মে; একের নাম হীরা এবং অপরের নাম জীরা। হাড়িয়া মেচের সহিত তাহাদের বিবাহ হয়। জীরার গর্ভে চন্দন ও মদন জন্মগ্রহণ করেন। হাড়িয়া হীরার গৃহে উপস্থিত হইলেই ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইতেন, এ জন্য হীরা বন্ধ্যা হন। অবশেষে মনকষ্ট নিবারণের জন্য হীরা আশুতোষের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। ভবানীপতি তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া যোগী বেশে তাহাকে দর্শন দেন এবং তদীয় সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া আসক্ত উপগত হন এবং তদীয় ঔরসে বিশ্ব ও শিশু নামে দুইভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেব স্বকীয় সন্তানকে রাজত্ব প্রদান করিয়া তাঁহাকে হনুমান দণ্ড সমর্পন করেন। হনুমানদণ্ড অদ্যাপি কোচবিহারের রাজবাড়িতে সাদরে রক্ষিত হইতেছে এবং পর্বাদি উপলক্ষে ইহার পূজা হইয়া থাকে।"[৩] এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আরো বলা যায় যে, "The name of Hajo is not mentioned in the CoochBehar Chronicles in which Jira and Hira are described simply as the daughters of a Koch, The Assam Buranjies, on the other hand, expressly mention the Koch Chief Hajo as the maternal grandfather of Bisva Sinha. Captain lewin in his Account of the CoochBehar state while not deviating from the established traditions of the country in the body of the history of the present ruling family, adds in a foot note the following :-

"Hajo was the grandfather of the brothers Shishu and Bishu.

কোচবিহার রাজা
সময় ?

The Koch chiefs were in meantime gradually rising into power one of them was Hajo who had two daughters named Jira and Hira. Both of them were married to a Mech of the name of Hariya. Otherwise known as Haridas, who lived in Mount Chikna. Jira was of age when she was married, and in course of time she gave birth to two sons, the elder of whom was called Chandan and the younger Madan.

Two sons were born to her (Hira) the elder of whom was called Shishu and the younger Vishu.

On the defeat and death of the last Government of Chikna, Chandan was proclaimed king, and ascended the throne. The era of the CoochBehar family is reckoned from the ascension of Chandan to the throne of Chikna and begins with the year 917 of the Bengali era, corresponding with 1432 Shakabda and 1510 A.D. Rajshaka begins with 1510 A. D. The three brothers married the three daughters of the last chief of Chikna who had been slain in battle Chandan of a short reign of 13 years, in the course of which the petty chiefs of Kamrupa were bought under subjugation, fell ill and died in his fortieth year."[8]

"রাজা বিশ্বসিংহের সিংহাসন আরোহন সম্পর্কে একাধিক মতবাদ আছে। কেউ কেউ তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বলেন, রাজশক ১৪—৪৪, বঙ্গাব্দ ৯৩০-৯৬০, খ্রীষ্টাব্দ ১৫২২-১৫৫৪। আবার অন্যরা বলেছেন বিশ্বসিংহের রাজত্বকাল হ'ল, রাজশক ২৪, শকাব্দ ১৪১৮-১৪৫৫, বঙ্গাব্দ ৯০৩-৯৪০, খ্রীষ্টাব্দ ১৪৯৬-১৫৩৩।"[৫]

চন্দনের মৃত্যুর পর মাত্র ২২ বৎসর বয়সে ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। তিনি ভাইদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১০ই চৈত্র (২১শে মার্চ) ৯০৭ বঙ্গাব্দে। বিশ্বসিংহের সিংহাসন আরোহনের সময় শিষ্যসিংহ রাজছত্র ধরেছিলেন। সেইসময় থেকেই শিষ্যসিংহের বংশধরেরা রায়কৎ উপাধি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন (যার অর্থ পরিবারের মধ্যে প্রধান) এবং প্রধান মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেছিলেন। বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে শিষ্যসিংহ ছিলেন প্রধান সেনাপতি। বিশ্বসিংহ নিজযোগ্যতাবলে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য মেচ পরিবার হতে ১২জনকে মন্ত্রিত্ব পদ দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে শিষ্যসিংহ বৈকুণ্ঠপুরে রায়কৎ উপাধি লাভ করে বসবাস শুরু করেন।

বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে কামতা ও কামরূপের অন্তর্গত ভুঁইয়ারা ক্রমশ একে একে বিশ্বসিংহের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। "রাজ উপাখ্যানে লিখিত আছে যে মহারাজ বিশ্বসিংহ ভূটান আক্রমণ করলে ভূটানের রাজা পরাজিত হয়ে করদানের মাধ্যমে তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন্ করলেন।"[৬] বিশ্বকোষ গ্রন্থে রয়েছে, "নসরত শাহ বিশ্বসিংহের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।"[৭]

বিশ্বসিংহ স্বকীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। রাজোপাখ্যানে উল্লিখিত আছে যে বিশ্বসিংহ মার আদেশে তাঁর রাজধানী চিক্না হতে নীচে স্থানান্তরিত করেছিলেন। কামরূপ বংশাবলীতে ভমরা কুণ্ডের নিকট 'চণ্ডিকাবাহ' (চণ্ডিকাবিহার) বিশ্বসিংহের রাজধানী স্থাপনের উল্লেখ আছে। দুর্গাদাস 'হরিভক্তি' তরঙ্গে লিখেছেন;

'কামতা নগর মাঝে; পুরি করি মহারাজ
জেন শুরপতি পৃথিবিত '॥(২২)

বিশ্বসিংহের এই রাজধানীর প্রসঙ্গে সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলীতে লেখা আছে ঃ-

'অগ্নিকোণে দেবীগঞ্জ আছয় সাক্ষাত
নামত কমতেশ্বরী দেবী আছ তাত॥
উত্তরে আছয় শিব বানেশ্বর নাম,
যাক সেবি পাবে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥' (২৩)

বিশ্বসিংহের পুত্র শুক্লধ্বজের আদেশে রচিত (পিতাম্বরকৃত) নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে লেখা আছে ঃ-

' মহারাজ বিশ্বসিংহ কামতা নগরে।
তার পুত্র ভোগে তুল্য নহে পুরন্দরে।। '

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১ পত্র)

' কামতা নগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বর।
প্রচণ্ড প্রতাপ রাজা ভোগে পুরন্দর।। '

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩৫ পত্র)

' অতি সুরপুর সে যে কামতা নগর।
(তথায়) আছয় বিশ্বসিংহ নৃপবর।। '

(দশম স্কন্ধ ভাগবত ৭৮ পত্র)

মহারাজা বিশ্বসিংহ শিব ও দুর্গার উপাসক ছিলেন। তিনি কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণের কাছে শাস্ত্র মতে শৈব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

' কালীছন্দ্র নামে ভট্টছার্জক আনিলা।
শিবর দিক্ষাক তেহে আনন্দতে দিলা।। '

(গন্ধর্ব্ব নারায়ণের বংশাবলী ৫২ পত্র)

"পাশ্চাত্য কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন যে, মহারাজ বিশ্বসিংহ রাজা হবার পর হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলেন।"[৮] বিশ্বসিংহ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে যে, "He worshipped Siva and Durga and honoured the Vaisnavas. He gave aims to the priests and astrologers, helped the poor and visitors from distant countries."[৯] তিনি মাত্র ৩১ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। মহারাজা বিশ্বসিংহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "In the year 960 BE, corresponding with 1554 A.D, bidding adicu to his brother and sons, he first repaired to his birth place on Mount Chikna. Thence sending away his weeping followers he retired to the mountains in his 53rd year to devote the remainder of his life to close meditation and prayer, He is believed to be still existing in Joga.

' মৎসুতঃ স বিশ্বসিংহো যোগমাশ্রিত্যবিহ্বলে।
তিষ্ঠত্য ব্যক্তরূপেন দেবী অকল্পমন্বিকে '।। ১৭।।

(যোগিনি তন্ত্র, পাতাল XIII শ্লোক ১৭০)

"১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর কোচবিহারের সিংহাসনে বসেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নৃসিংহ বা নরসিংহ। প্রায় একবৎসর রাজত্ব করার পর ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নর নারায়ণ সিংহাসনে বসেন।"[১০]

নর নারায়ণের রাজত্বকাল সম্পর্কে বলা হয়, রাজশক ৪৫-৭৮, ৯৬১-৯৯৪ বঙ্গাব্দ এবং ১৫৫৫-১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। মহারাজার ছোট ভাই চিলা রায় বা শুক্লধ্বজ ছিলেন তাঁর প্রধান সেনাপতি। মহারাজা নিজেও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সেইজন্য তিনি সর্বসাধারণের কাছে মল্ল নারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন। নর নারায়ণের সময়-ই নারায়ণী মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়। এই মুদ্রা সোনা ও রূপার হ'ত। মুদ্রার একদিকে দেবনগরী অক্ষরে মহাদেবের নাম এবং অপরদিকে রাজার নাম লেখা হ'ত। উক্ত মুদ্রা সেই সময়ে আসাম ও কোচবিহার রাজ্যে প্রচলিত ছিল। নর নারায়ণের সাম্রাজ্য গৌড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নর নারায়ণের সময়

আসামের কামাক্ষ্যা মন্দিরের সংস্কার হয়েছিল। মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির তাঁর সময়-ই তৈরি হয়েছিল। এই নাটমন্দিরটিকে বলা হয় 'পঞ্চরত্ন'। উক্ত মন্দিরের প্রবেশদ্বারে রৌপ্যফলকে পাথরের যে সংস্কৃত শ্লোকটি স্থাপন করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ ঃ-

লোকানুগ্রহ কারকঃ করুনয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া
দানে নাপি দধিচী কর্ণ সদৃশ মর্য্যাদয়াম্ভোনিধি।।
নানাশাস্ত্র বিচার চারাচরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বল
কামাক্ষ্যা চরনার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবোনৃপঃ।।
প্রসাদু মদ্রিদু হিতুশ্চরনার বিন্দ
ভক্ত্যা করোতুদনুজোবর নীল শৈলে।
শ্রী শুক্লদেবইমমুল্লসিতো পলেন
শাকে তুরঙ্গ-গজ-বেদ শশাঙ্ক সংখ্যে।।
তস্যৈব প্রিয় সোদরঃ পৃথুযশাবীরেন্দ্র মৌলিস্থলী
মানিক্যং ভজমান কল্পবিটপী নিলাচলে মঞ্জুলং।
প্রাসাদং মুনি-নাগ-বেদ-শশভৃচ্ছাকে শিলারাজিভি
দেবী ভক্তিমতাং বরো রচিতবান্ শ্রী পূর্ব্ব শুক্লধ্বজ।।

নর নারায়ণ বিদ্বান ও ধার্মিককে যথাযোগ্য সম্মান করতেন। এই সময় পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'প্রয়োগ রত্নমালা' রচনা করেন। সংস্কৃত ব্যকরণ হিসাবে এর মূল্য অপরিসীম।

" শ্রী মল্লদেবস্য গুনৈকসিন্ধো
দর্মহী মহেন্দ্রস্য যথা নিদেশম্
যত্নাৎ প্রয়োগোত্তম রত্নমালা
বিতন্যতে শ্রী পুরুষোত্তমেন।"

(প্রয়োগ রত্নমালা)

মহারাজ নর নারায়ণের রাজত্বকালে পূর্বাঞ্চলের বৈষ্ণব ধর্মগুরু শঙ্করদেব কোচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি রাজার অনুগ্রহে মধুপুরে তার ধাম (আশ্রয়) গড়ে তোলেন। কোচবিহার হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক মিলন ও মৈত্রীর পীঠস্থান। কোচবিহারের সমাজজীবনে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। নর নারায়ণের সময়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি ছিল। প্রজাগণ তাদের বিশ্বাস মত ধর্মাচরণ করতে পারতেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, " Shaktaism was the state religion but Vaishnavism was more than tolerated, and great honour was done to Sankara Deva, Deva Damodara, and other Vaishnava divines. The country enjoyed a period of peace and religion."[১১]

নর নারায়ণের সময়েই কোচবিহারের দেবীবাড়ীর (বড়) দুর্গাপূজা প্রথম আরম্ভ হয়। এই পূজা একটু ভিন্ন স্বাদের। দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইত্যাদি দেবদেবীর কোন মূর্তি নাই কেবল অসুর সিংহ বাঘ সহ ভগবতীর মূর্তি আছে। প্রবাদ আছে, এইরূপ পূজা করবার জন্য মহারাজ নর নারায়ণের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়েছিল। আজও এই পূজা কোচবিহারে হয়। "১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফাল্গুন মহারাণী ভানুমতীর গর্ভে মহারাজ নর নারায়ণের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্রের নাম লক্ষ্মী নারায়ণ। ৩৩ বৎসর রাজত্ব করার পর মহারাজা নর নারায়ণ ৭৮ রাজশকে, ৯৯৩ বঙ্গাব্দে এবং ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।"[১২]

মহারাজা নর নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র কুমার লক্ষ্মী নারায়ণ সিংহাসন লাভ করলেন। "তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বলা যায়, আনুমানিক রাজশক ৭৮-১১২, বঙ্গাব্দ ৯৯৪-১০২৮, খ্রীষ্টাব্দ ১৫৮৭-১৬২১।"[১৩] মহারাজা লক্ষ্মী নারায়ণ

খুব ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকালে মোগল সম্রাট এদেশ জয় করার জন্য কিছু সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। লক্ষ্মী নারায়ণ অতিসহজেই দিল্লীতে নীত হয়ে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। চুক্তির মাধ্যমে লক্ষ্মী নারায়ণ মোগল সম্রাটের কাছ থেকে মুক্তি লাভ করেন। চুক্তির শর্তগুলি হ'ল "(১) নারায়নী টাকা অর্দ্ধাকারে মুদ্রিত করবেন; (২) রাজবাড়ী হ'তে বাদ্যোদ্যম অর্থাৎ নহবৎ উঠিয়ে দিবেন; (৩) অন্যান্য কিছু রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করবেন। উপরিউক্ত বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করলে, দিল্লীর সম্রাট তাঁকে মুক্তি দেন এবং তিনি স্বীয় রাজ্যে পুনরায় ফিরে আসেন। এই সময় থেকেই নারায়নী টাকা অর্ধাকারে মুদ্রিত হয়।"[১৪] "মহারাজা লক্ষ্মী নারায়ণ তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো একাধিক গুণের অধিকারী ছিলেন না, পরন্তু শারীরিক শক্তি সামর্থ্য এবং মানসিক বলে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুদেব নারায়ণ ও পরীক্ষিত নারায়ণ অপেক্ষা হীন ছিলেন।"[১৫] খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক ষ্টিফেন ক্যাসিলার ১৬২৭ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবরের চিঠিতে লেখা আছে যে, "তাঁরা ভূষনার রাজা সত্রাজিতের সমভিব্যাহারে ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মহারাজ লক্ষ্মী নারায়ণের সঙ্গে হাজোতে সাক্ষাত করেছিলেন। রাজা তাদেরকে সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। ক্যাসিলা লিখেছেন যে, লক্ষ্মী নারায়ণ কোচ দেশের রাজা ছিলেন। হাজো সেই দেশের রাজধানী ছিল এবং রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ সেখানে বাস করতেন।"[১৬] ভুটানের অন্তর্গত 'Combirasi' হ'তে ক্যাসিলার লেখা ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবরের চিঠির কিছু অংশ, "Azo is the most important town and the capital of the kingdom of Cocho, a large country, very populous and rich." "দামোদরচরিত" গ্রন্থে উল্লেখিত আছে, "লক্ষ্মী নারায়ণের সময়ে রাজ্যের অনেকে কুক্কুট, হংস এবং শূকোরের মাংস ভক্ষণ করিত, রাজ্যে বিবিধ প্রকার উচ্চ এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস ছিল, রাজধানীতে বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বড়ুয়া ও কর্ম্মী (কার্য্যী?) পদবীর কর্মচারী ব্যতীত কুম্ভকার, নাপিত, রজক, সোনারিক, গায়ক, বাদক এবং নট প্রভৃতি নানা জাতির এবং নানা শ্রেণীর লোক বাস করিত।"[১৭] ষ্টিফেন ক্যাসিলা এদেশ থেকে ভূটানে দাসদাসী রপ্তানীর উল্লেখ করে গেছেন। মহারাজা লক্ষ্মী নারায়ণ শিল্পানুরাগী ছিলেন সেইজন্য তিনি আগ্রা থেকে স্থপতি এনে রাজপ্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। আসাম ও কামরূপ রাজার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বৈষ্ণব ধর্মসংস্কারক মাধবদেব এবং দামোদরদেব নিজ দেশ থেকে কামতারাজ্যে এলে লক্ষ্মী নারায়ণ তাঁদেরকে সসম্মানে গ্রহণ ও আশ্রয় দান করেছিলেন। মাধবদেব ও দামোদরদেব রাজার সাহায্যে ও উৎসাহে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে যে, "রাজা মাধবদেবের প্রচারিত ধর্ম্মমত রাজধর্ম্ম বলিয়া স্বরাজ্যে ঘোষণা করিয়া অন্যান্য মতাবলম্বিগণ অনেক নির্যাতন করিয়াছিলেন এবং তন্নিবন্ধন রাজকীয় পূজাপদ্ধতিতে কিছুকালের জন্য পশুবলি নিষিদ্ধ ছিল।"[১৮] দামোদরদেব সম্পর্কে তদানিন্তন সেটল্‌মেন্ট নায়েব আহেল্‌কার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন,"Damodara thus became the Rajaguru, which place of honour was held by the Damodara Panthi, Gosvamis after him for above a century, until they were outsted by the father of the regicide Ramananda, and Sakti worship was re-established in the Royal family. The dhama of Damodarpur was established by Maharaja. Upto this time the post of Nazir or commander of the army was held by a Brahman."[১৯]

৩৫ বৎসর রাজত্ব করার পর মহারাজা লক্ষ্মী নারায়ণ ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

লক্ষ্মী নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমার বীর নারায়ণ সিংহাসনে বসেন। মহারাজার অভিষেকের সময় রায়কত তাঁর মাথায় রাজচ্ছত্র ধরেছিলেন। বীর নারায়ণ সম্পর্কে বলা যায়, "He was a great encourager of learning and established schools in different places. He gave his sons a good education all of whom grew up to be learned men."[২০] মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করার পর ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বীর নারায়ণ দেহত্যাগ করেন।

বীর নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রাণ নারায়ণ রাজপদে অভিষিক্ত হন। যদিও বীরনারায়ণ নিজেই কুমার প্রাণ নারায়ণকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। সমসাময়িক শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের বিরচিত 'আদিপর্ব্বে' লেখা আছে ঃ-

'বীরনারায়ণ দেব উদয় পর্ব্বত।
প্রাণ নারায়ণদেব তাহার বেকত'।

(১১৩ পত্র)

মহারাজা প্রাণ নারায়ণের নামে ছাপমোহর এবং নূতন মুদ্রা প্রস্তুত হয়েছিল এবং কুলধর্ম্মানুসারে নূতন রাজার আদেশে

পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়েছিল। 'রাজোপাখ্যানে' বর্ণিত আছে যে, 'মহারাজ প্রাণ নারায়ণের রাজত্বকালমধ্যে রাজ্যে বাহ্য বা অভ্যন্তরীণ কোনও প্রকার অশান্তি ছিল না এবং তাঁর রাজ্যাধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল।' মহারাজা প্রাণ নারায়ণের চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Maharaja Prannarayan was a learned Sanskrit scholar in grammar, literature and the Smriti Shastra, a clever poet, and a man of remarkable memory. He was an expert in the art of singing and dancing, and wrote a treatise on the subject, the menuscripts copy of which was destroyed by a fire, and has thus been lost to the present generation. He formed a 'PanchaRatna Sava' (the society of five gems) consisting of five members of vast erudition. As a great encourager of religion, he erected a bricktemple for Siva Jalpeswar, another for Baneswar, and a third for Sandeswar. He also erected the temple of Gosanimari" [২১]

মধুপুরের বনমালী গোঁসাই মহারাজা প্রাণ নারায়ণের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। প্রাণ নারায়ণ প্রজাদের সুবিধার জন্য রাজ্যের নানা স্থানে পথ এবং সাঁকো তৈরি করেছিলেন।

" মহারাজা প্রাণ নারায়ণের রাজত্বকালে (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) অনাবৃষ্টির ফলে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী কোচবিহার রাজ্যে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় এবং উক্ত ভূকম্পন প্রায় আধঘণ্টা স্থায়ী হয়।"[২২] ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘ ৩৯ বৎসর রাজত্ব করার পর এই সুদক্ষ শাসকের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

প্রাণ নারায়ণের মৃত্যুর পর কুমার মোদ নারায়ণ ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁর রাজত্বকাল ১৬৬৫-১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ। কুমার মহী নারায়ণের প্রভাবে বাধ্য হয়ে রাজা তাঁকে ছত্র নাজীরের পদে বহাল করেন। এই কারণে কুমার মহী নারায়ণ ও তাঁর পুত্রদের প্রতিপত্তি সর্বত্রই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর প্রভাবে রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা সর্বত্রই শিথিল হয়ে পড়েছিল। রাজপক্ষাশ্রিত কর্ম্মচারিগণের ধন প্রাণ রক্ষা করা ক্রমশ কঠিন হচ্ছিল; তাঁরা সামান্য কারণেই বিনষ্ট ও নিগৃহীত হ'তেন। মহারাজা মোদ নারায়ণ সুনীতি পরায়ন এবং শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। সমসাময়িক দ্বিজ কবিরাজ দ্রোণপর্ব্বে লিখেছেন—

জয় মোদনারায়ণ নৃপতি প্রখ্যাত।
কলিধর্ম্ম মাত্রে কিঞ্চিতোকো নাহিজাত।।
পরদারা পরনিন্দা পরসম্পত্তিক।
অবস্থাতো মানে (তেঁহ) বিষ্টাতো অধিক।। (১২৯ পত্র)
মিথ্যা বাক্য কাক কয় সপনত না জানয়
সত্যবাদী শিশুকাল হনে ।।(১৩১ পত্র)

মোদ নারায়ণের পর কোচবিহারের রাজসিংহাসনে বসেন বসুদেব নারায়ণ। তাঁর সিংহাসন লাভের অভিষেক পর্বটি খুব স্বাভাবিকভাবে হয়নি। বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অভিষেক পর্বটি সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকাল ১৬৮০-১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ। নাজির যজ্ঞ নারায়ণ মোদ নারায়ণের মৃত্যুর পর কোচবিহারের রাজসিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেছিলেন ভূটিয়া সৈন্যগণ তথা ভূটানের রাজার সাহায্যে কিন্তু রায়কতগণ যজ্ঞ নারায়ণের এই কু-চক্রের সমর্থন করেন নি সেইজন্যই "রায়কতগণের আগমন সংবাদ শুনিয়া ভুটীয়া সৈন্য পলায়নোন্মুখ হয়, পরন্তু পলায়নের পূর্ব্বে তাহারা মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজচ্ছত্র, দণ্ড, সিংহাসন, তরবারি এবং ভগবতী দত্ত খঞ্জর ও কঙ্কন প্রভৃতি পবিত্র ও ঐতিহাসিক রাজচিহ্ন সমূহ হস্তগত করিয়া সেগুলিকে পর্ব্বত গহ্বরে নিক্ষেপ পূর্বক দলবল সহকারে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করেন।"[২৩] "রায়কতগণ ছত্র দণ্ড এবং সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাজভ্রাতা বসুদেব নারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করেন। নূতন রাজার নামে মুদ্রা এবং নূতন 'সিংহচাপ' মোহর প্রস্তুত হয়। নবাভিষিক্ত নৃপতির আদেশে পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টি সৎকারের কৌলিক পদ্ধতি এই সময় রক্ষিত হইতে পারে নাই।"[২৪]

বসুদেব নারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র মহীন্দ্র নারায়ণকে রায়কতগণ রাজা করেন।

নূতন রাজার নামে যথারীতি মুদ্রা ও ছাপমোহর প্রস্তুত করা হয়; রায়কতগণ রাজাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাজধানীতে কিছু সৈন্য মোতায়েন করে প্রত্যাবর্তন করেন। মহারাজা মহীন্দ্র নারায়ণ ছিলেন অতিশয় বলবান রাজা। ধর্ম্মাচরণে তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর সময়ে রাজগুরু ছিলেন রতিকান্ত মিশ্র। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে ১১ বৎসর রাজত্ব করার পর মহারাজা মহীন্দ্র নারায়ণ ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহারাজা মহীন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর কুমার রূপ নারায়ণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আনুমানিক ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার রাজসিংহাসনে আসীন হ'লেন। মহারাজা রূপ নারায়ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "Maharaja Rupnarayan was thus the last of the Koch Kings who held sway over western Kamrupa. From his time the extent of the Kingdom was virtually confined to the present state of CoochBehar.

Rupnarayan removed his capital from Atharokota to Guriahati on the east bank of the torsa. The site then occupied forms a part of the present Cooch Behar town." [২৫]

মহারাজা রূপ নারায়ণের রাজধানীর স্থান পরিবর্তনের সম্ভাব্য দু'টি কারণ ছিল।

প্রথমত ঃ বর্তমান রাজধানীর প্রায় চারদিকে নদী বেষ্টিত থাকায় শত্রুর আক্রমণ হ'তে সুরক্ষিত।

দ্বিতীয়ত ঃ ভোটান ও মোগলরাজের তৎসাময়িক অত্যাচার হ'তে রক্ষা পাওয়ার সুবিধা হয়েছিল।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহারাজা রূপ নারায়ণ সম্পর্কে বলেছেন, "Maharaja Rupnarayan was profoundly versed in all religious knowledge, and became celebrated for his sanetity. He constructed an image of idol Madan Mohan and established a magnificient worship. After a reign of 21 years the king died in 1714 A.D."[২৬]

মহারাজা প্রাণ নারায়ণের মৃত্যুর পর কুমার উপেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহারের রাজসিংহাসনে আরোহন করেন। ছত্রনাজীর ও দেওয়ানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তিনি রাজসিংহাসনে আসীন হতে পেরেছিলেন। প্রচলিত নিয়মানুসারে ছত্রনাজীর রাজমস্তকে ছত্র ধারণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৭১৪-১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। নূতন রাজার নামে মুদ্রা ও ছাপমোহর প্রস্তুত হয়েছিল। কামরূপের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এতদিন পর্যন্ত রাজগুরু ছিলেন কিন্তু মহারাজা উপেন্দ্র নারায়ণ তাঁদের পরিবর্তে মুর্শিদাবাদের সাদিখাঁ গ্রামের শতানন্দ গোস্বামী নামে একজন রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে রাজগুরু পদে আসীন করেছিলেন। মহারাজা উপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে কামতা নগরের অধিবাসী শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ 'মহাভারতের পদ' রচনা করেছিনে। উপেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু সম্পর্কে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, " After a reign of 49 years the King died at Dhaliabari in 254 Raja Shaka, corresponding with 1170, BE and 1763 AD. The senior queen placed Devendranarayan, son of the second queen on the throne and ascerded the funeral pyre of her husband. " [২৭]

" কুমার দেবেন্দ্র নারায়ণ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৭৬৩-১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। বালক রাজা দেবেন্দ্র নারায়ণ ছত্রনাজীর ললিত নারায়ণের কোলে আরোহন করে 'চাকবালিসে' আসন গ্রহণ করলে ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁর কপালে রাজটীকা পড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র চার বৎসর। নূতন রাজার আদেশে পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ওয়াক্কা (আদেশপত্র) লেখা হয়েছিল এবং বড় রাণী (বড় আই দেবতী) স্বর্গত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন। মহারাজা দেবেন্দ্র নারায়ণ পরলোকগত রাজদম্পতীর শ্রাদ্ধকার্য্যাদি শাস্ত্রীয় মতে সুসম্পন্ন করেছিলেন। "রাজা দেবেন্দ্র নারায়ণ মাত্র দুই বৎসর রাজসুখ ভোগ করেছিলেন কারণ রাজগুরুর বড় ভাই রামানন্দ গোস্বামীর ষড়যন্ত্রে, রতিদেব শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ রাজবাড়ীর দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে পদ্মপুকুরের পারে এক তরবারীর আঘাতে রাজমুণ্ডচ্ছেদন

করেছিলেন। রতিদেব শর্ম্মা পলায়নের চেষ্টা করলেন কিন্তু প্রহরীরা তাঁকে ধরে খণ্ড খণ্ড করে ফেললো।" [২৮]

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কুমার ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকাল ১৭৬৫-১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। অভিষেককালে পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে ছত্রনাজীর রুদ্র নারায়ণ যথারীতি রাজচ্ছত্র ধারণ করলেন। চিরাচরিত প্রথানুসারে রাজার নামে মুদ্রা প্রস্তুত হ'ল — নাজীর, দেওয়ান এবং অন্যান্য সকলে সেই নূতন মুদ্রার দ্বারা নূতন রাজাকে নজর প্রদান করলেন। "মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ ভুটিয়াদের নোংড়া কুটনৈতিক চালে ভুটানে বন্দী হ'লে ভুটিয়াদলপতিগণ কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণকে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে বসালেন। পেনশু তোমা তাঁর সাহায্যার্থে কিছু সৈন্য সহ কোচবিহারে বাস করতে লাগলেন।" [২৯]

রাজেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী ভয়ঙ্কর এক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ১১৭৬ সনে উক্ত দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হওয়াতে সকলে উহাকে 'ছেয়াত্তরের মন্বন্তর' বলে অভিহিত করেছেন। কোচবিহার রাজ্যও এই দুর্ভিক্ষের কবল থেকে মুক্ত ছিল না। এই সময়ে কোচবিহারের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত 'কুরশা' নামক স্থানে আর্ম্মানী ও ফরাসী বণিকেরা শস্য সংগ্রহের আড়ত স্থাপন করেছিলেন। কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ কুলপ্রথানুসারে রাজসিংহাসনে আরোহন করেন নাই; বরঞ্চ তিনি মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের জীবিতাবস্থায়ই রাজা হয়েছিলেন। সেই জন্য মন্ত্রী এবং প্রজারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। এই প্রতিকূল অবস্থায় দুই বৎসর পর তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠান হয় কিন্তু বিয়ের সাতদিনের মধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে।

রাজেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর কোচবিহারের রাজসিংহাসন নিয়ে এক তর্কবিতর্কের ঝড় উঠেছিল কিন্তু সেই ঝড় দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারেনি। বিভিন্ন অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নাজীরদেব মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ নিয়ে কুমার ধরেন্দ্র নারায়ণকে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। ধরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৭৭২-১৭৭৫ খ্রীঃ।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল দেবরাজের সঙ্গে কোম্পানীর সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধি স্থাপিত হলে নূতন দেবরাজ মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণকে মুক্তি দেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কোম্পানীর সঙ্গে সন্ধির বৃত্তান্ত শুনে মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ধরেন্দ্র নারায়ণ মারা যান। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে রাজদম্পতি অত্যন্ত শোকগ্রস্থ হয়েছিলেন। এরপর গোস্বামী ও খাসনবীস প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ অনেক চেষ্টা করে ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণকে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে বসাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭৭৫-১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছেন।

ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ যখন পরলোকগমন করেন হরেন্দ্র নারায়ণের তখন তিন বৎসর মাত্র বয়স। সেই সময় রাজ-অন্তপুরে অশান্তি চরম আকার ধারণ করেছিল। একদিকে মহারাণী অন্যদিকে নাজির দেও। অনেক অশান্তির পর ব্রাহ্মণের দ্বারা বেদ মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে হরেন্দ্র নারায়ণের অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং তাঁর নামে মুদ্রাও প্রস্তুত হয়েছিল।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ গভর্ণর জেনারেল থাকা সময়ে রাজাকে শিক্ষিত করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছিল এবং শিক্ষাও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ স্বাধীনতা পেয়েই কুক্রিয়াশক্ত হয়ে উঠলেন। ডাক্তার বুকানন বলেন, "রাজা সর্বদা মাদক দ্রব্য সেবন করিতেন এবং অসংসর্গেই দিনরাত্রি অতিবাহিত করিতেন। রাজকার্য্যের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ দিতেন না। এই সময়ে বাঙ্গালীবাবুরা প্রধান প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। রাজগণেরা অলসতা প্রযুক্ত কাজ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে, দক্ষিণ দেশীয় লোকের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হয় এবং রাজ্যে প্রধান কর্ম্মচারীর পদ তাঁহারাই অধিকার করিয়া লয়।"[৩০] কিন্তু তৎকালীন অনেকের রচনায় এই মহারাজার প্রশস্তি লক্ষ্য করা যায়। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের সময়-ই সাগর দীঘি খনন করা হয়েছিল। বারাণসীতে আনন্দময়ীকালী মন্দির তিনিই স্থাপন করেন। তিনি নিজে ছিলেন সুকবি ও গায়ক। তাঁর সময় থেকেই কোচবিহারে সাহিত্য চর্চার পরিমণ্ডল তৈরি হয়।

"১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ কাশীযাত্রা করেন। যাত্রাপথে ও অনেক জায়গায় তিনি হিন্দু নিয়মমতে পূজা

অর্চ্চনা ও দান ধ্যান করেছিলেন। কাশীতে পৌঁছিয়ে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান রাজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি কাশীযাত্রার আগেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবেন্দ্র নারায়ণ এবং চতুর্থ পুত্র বজ্রেন্দ্র নারায়ণকে একসঙ্গে রাজ্যশাসন করবার দায়িত্ব দিয়ে যান।" ৩১

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হরেন্দ্র নারায়ণ পরলোকগমন করলে কুমার শিবেন্দ্র নারায়ণ পারিবারিক অন্তর্কলহ অতিক্রম করে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। 'সমাচার দর্পণে' উক্ত সংবাদটি ছাপা হয়েছিল।

মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল ১৮৩৯-১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। উক্ত রাজা শাসনকার্য্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য 'ধর্মসভা' সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ত।

মহারাজা বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। পূর্ববর্তী কোন রাজাই তাঁর মতো সুচারু রূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করতে পারেননি। পিতা হরেন্দ্র নারায়ণ তাঁকে ঋণজালে যেরূপ আবদ্ধ করে গিয়েছিলেন মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ সুশৃঙ্খলা স্থাপক না হলে এ রাজ্যের অদৃষ্টে যে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটত তা বলা যায় না। কর বাবদে গভর্ণমেন্টের যত দেনা ছিল, তা সমস্ত পরিশোধ করে রাজ্যকে ভবিষ্যত বিপদের আশঙ্কা হতে মুক্ত করলেন শিবেন্দ্র নারায়ণ। তিনি শুধু গভর্ণমেন্টের দেনাই পরিশোধ করলেন এমন কথা ঠিক নয় বরঞ্চ মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের অন্যপ্রকার বহুরকম দেনা ছিল তিনি সেগুলিও শোধ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিপুল সম্পত্তি সঞ্চিত রেখে যান।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ যখন বেনারসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তখন তাঁর দত্তক পুত্র কুমার নরেন্দ্র নারায়ণ বেনারসে তাঁর সঙ্গে ছিলেন আর সেইজন্যই সেদিন সন্ধ্যায় নরেন্দ্র নারায়ণের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বলা যায় ১৮৪৭-১৮৬৩ খ্রীঃ। মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ সম্পর্কে কর্ণেল জেঙ্কিন্স বলেছেন, "a very nice intelligent lad, five or six years of age."

গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের উত্তরপূর্ব প্রান্তের এজেন্ট জেঙ্কিন্স সাহেব ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এ রাজ্যের কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এরূপ রিপোর্ট প্রদান করেন যে, তাঁর সময়ে ১৮৩৬, ১৮৪১, ১৮৪৫, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই চারবার তিনি কোচবিহার পরিদর্শন করেছেন। জেঙ্কিন্স তাঁর রিপোর্টের উপসংহারে লিখেছেন, "বিগত ৩৩ বৎসর পর্যন্ত রাজকীয় সমুদয় কার্য্যভার রাজা এবং তদীয় কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহাতে কমিসনরের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না এবং একাদিক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসর কোন কমিসনর কোচবিহার পরিদর্শন করেন নাই।"

মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ কিছুদিন কৃষ্ণনগরে থেকে লেখা পড়া করেন তারপর তাঁকে কলকাতার "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে" আনা হয় এবং সেখানে তিনি পরবর্তী শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রাজ্যের শাসনক্ষমতা তাঁর হস্তে ন্যস্ত করা হয়। বহুবিধ সৎকার্য্য করবার মানসিকতা মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের ছিল কিন্তু মন্ত্রীবর্গের দুরভিসন্ধির জন্য তা বাস্তবে প্রতিফলিত হ'তে পারে নি। তিনি জেঙ্কিন্স সাহেবের সহযোগিতায় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'জেঙ্কিন্স স্কুল' স্থাপন করেন। আগে কোচবিহার রাজ্যে ষ্টাম্পের প্রচলন ছিল না; তিনিই প্রথম রাজা যিনি ষ্টাম্প সম্বন্ধীয় নিয়ম এদেশে প্রচলন করেন। এই রাজার রাজত্বকালেই ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্য থেকে 'সতীদাহ প্রথা' আইন করে নিবারণ করা হয়েছিল।

রাজত্বের শুরুতে মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য্য সম্পন্ন করেছিলেন কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি কুসঙ্গে পতিত হন। সঞ্চিত সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে ফেললেন। তিনি অপরিমিত পানদোষে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন, অবশেষে সেই দোষেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হয়েছিল।

এই সময় মহারাজের শিশুপুত্র নৃপেন্দ্র নারায়ণের বয়স ছিল দশ মাস মাত্র। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায় সমূহে বিস্তৃত আলোচনা করবো। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের পর একাদিক্রমে রাজেন্দ্র নারায়ণ, জিতেন্দ্র

179127
13 DEC 2005
LIBRARY NBU, DARJEELING

নারায়ণ ও জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ রাজা হন। এর পরের ইতিহাস হল ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর কোচবিহার রাজ্য ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে এবং ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হয়।

সূত্র ঃ

১. কোচবিহারের ইতিহাস/ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৫৯,৬০
২. তদেব পৃঃ ৬০
৩. তদেব পৃঃ ৬০, ৬১
৪. Cooch Behar states and its Land Revenue Settlement / H.N. Roy Chowdhury P-227
৫. Ibid P-227
৬. কোচবিহারের ইতিহাস/খাঁচৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ পৃঃ ৮৯
৭. তদেব পৃঃ ৮৯
৮. তদেব পৃঃ ৯৫
৯. Cooch Behar states and its Land Revenue Settlement / H.N. Roy Chowdhury P-229
১০. Ibid P-229
১১. Ibid P-233
১২. Ibid P-233
১৩. Ibid P-234
১৪. কোচবিহারের ইতিহাস/ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৬৫
১৫. কোচবিহারের ইতিহাস/খাঁচৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ পৃঃ ১৪৬
১৬. তদেব পৃঃ ১৪৯
১৭. তদেব পৃঃ ১৫১
১৮. তদেব পৃঃ ১৫১
১৯. Cooch Behar states and its Land Revenue Settlement / H.N. Roy Chowdhury P-235
২০. Ibid P-236
২১. Ibid P-237
২২. কোচবিহারের ইতিহাস/খাঁচৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ পৃঃ ১৬৮
২৩. Cooch Behar states and its Land Revenue Settlement / H.N. Roy Chowdhury P-240, 241
২৪. কোচবিহারের ইতিহাস/খাঁচৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ পৃঃ ১৭৪
২৫. Cooch Behar states and its Land Revenue Settlement / H.N. Roy Chowdhury P-241
২৬. Ibid P-242
২৭. Ibid P-242
২৮. কোচবিহারের ইতিহাস/ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৭২
২৯. কোচবিহারের ইতিহাস/খাঁচৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ পৃঃ ২০১
৩০. কোচবিহারের ইতিহাস/ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৮৫
৩১. তদেব পৃঃ ৮৮